যুগান্তর

তারিখ ০২

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

হিযবুল বাহার থেকে আলোর মিছিল

যুগান্তর রিপোর্ট

মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের উপস্থিতিতে গতকাল শুক্রবার মেধাবীদের সম্মিলন ঘটেছিল মেরি এন্ডারসনের জাহাজ সুরভিতে। দুই শতাধিক মেধাবী তরুণ-তরুণীর কলকাকলিতে মুখরিত ছিল লঞ্চ সুরভি। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা আর পদ্মার ঢেউয়ের তালে তালে সবার অজ্ঞাতেই কেটে গেছে ৮ ঘণ্টা। গান, নাচ আর কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করেছে এসব নতুন মেধাবী মুখ। তাদের সঙ্গ দিয়েছেন মন্ত্রী, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কৃতী শিক্ষকরা। চলতি ২০০২ সালে পাস করা এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করার জন্য গতকাল শুক্রবার সুরভি লঞ্চে আয়োজন করা হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের নাম দেয়া হয়েছে 'হিযবুল বাহার থেকে আলোর মিছিল।' গতকাল সকাল ১০টায় সুরভি পাগলা ঘাট থেকে যাত্রা শুরু

মিছিল : আলোর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করে। শীতলক্ষ্যা হয়ে পদ্মায় পাড়ি জমায় মেরি এন্ডারসনের জাহাজ সুরভি। মেধাবীদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা ৬টায় আবারও সুরভি পাগলা ঘাটে ফিরে আসে। জিয়া শিশু একাডেমীর উদ্যোগে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য লঞ্চ সুরভিতে আয়োজন করা হয় এই আনন্দঘন সম্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন জার্মান, কোরিয়া এবং নেপালের কূটনীতিকরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান আগামী দিনে কঠিন দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ার জন্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মেধার বিকাশের লক্ষ্যে তিনি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ করার অঙ্গীকার করেন। তিনি মেধাবীদের স্বীকৃতির লক্ষ্যে এ ধরনের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আয়োজক এবং কৃতী শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান। তারপর তিনি মেধাবীদের হাতে তুলে দেন সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট। এরপর কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সম্মানন-াপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব মোঃ আলহাজ মোসাদ্দেক আলী, লনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তয়েবুর রহমান, অর্থ প্রতিমন্ত্রী শাহ মোঃ াবুল হোসাইন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল ক মিলন, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক নিরুজ্জামান মিয়া ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জসিম উদ্দিন। সংবর্ধনা কমিটির পক্ষে অনুষ্ঠানে ক্তৃতা করেন রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মোশাররফ হোসেন, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রশিদ উদ্দিন জাহিদ, জিয়া শিশু একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, যুগ্ম সম্পাদক শামসুল আলম লিটন প্রমুখ। মেধাবীদের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন উত্তরা হাইস্কুল থেকে এ প্লাস প্রাপ্ত সুমাইয়া ইকবাল ও হলিক্রস স্কুলের ছাত্রী রাখশান্দা শামসুল হক। এবার মেধাবী মুখের অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজের ছাত্রছাত্রী। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বললেন অন্য কথা। তিনি ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক স্বপন গোস্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে সমবেদনা জানালেন এবং তার পরিবারকে এক লাখ টাকা দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বলেন, স্বপন গোস্বামী নকলের সঙ্গে আপস করেননি বলেই তাকে মরতে হয়েছে। তিনি নকলের সঙ্গে আপস না করার জন্য অন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। মেধাবীদের পক্ষে সুমাইয়া ইকবাল আগামী দিনে সুনাগরিক হয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছে। সুমাইয়া ইকবাল যুগান্তরকে বলে, মেধাবী ছাত্রী হিসেবে সংবর্ধনা পেয়ে সে খুব খুশি হয়েছে। মেধাবীদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে তার মানসিক শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সে জানায়। দনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এ প্লাসপ্রাপ্ত তরফদার তৌসিক আহমেদ, বাণিজ্য বিভাগের কৃতী ছাত্র বদরুদ্দোজা শুভ, মিরপুর গার্লস ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্রী ফাতেমাতুজ জোহরা, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের এ প্লাসপ্রাপ্ত মোঃ তরিকুল ইসলাম, সিলেট ক্যাডেট কলেজের আবু হাসান মোঃ খালেদ, গবর্নমেন্ট ল্যারেটরি হাইস্কুলের এ প্লাসপ্রাপ্ত মাহবুবুর রহমান লুলু যুগান্তরকে বলে, এ ধরনের মেধা স্বীকৃতি তাদের উৎসাহিত করেছে এবং অন্যরাও এতে উৎসাহিত হবে। পরে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয় এবং ড. মঈন খান বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।